সুর-হারা

শ্রীঅজিতকুমার সেন, এম্-এ।

প্রকাশক
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি
'ইলাবাস'
হিন্দুস্থান পার্ক, বালীগঞ্জ

১৩৩০

মূল্য—বার আনা

মুদ্রাকর—শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
কালীতারা প্রেস
১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

কবিতাগুলির প্রায় সবই অনেক আগেকার লেখা। কোন-কোনটী ইতঃপূর্ব্বে মাসিক-পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল,—পাঠ্যাবস্থায় প্রকাশিত কবিতা-গ্রন্থ "অস্ফুট" হইতেও কয়েকটী গৃহীত। পূর্ব্ব-প্রকাশিত কবিতাগুলির একটু-আধটু পরিবর্ত্তনও করা হইয়াছে।

—সূচী—

সুর-হারা

অজানার ডাক

চিরদিন যেই কথাটী জাগ্‌লো প্রাণে,
আজ শুনি তায় বাদল হাওয়ার
উদাস গানে।
অনুখণ খোঁজা কারে আকুল চোখে,
অবিরাম নয়ন-ধারা তারি শোকে,
নিরাশার হৃদয়-জোড়া দীরঘ্‌ নিশাস
করুণ তানে।

সুর-হারা

জীবনের প্রভাত থেকে খুঁজি যারে,
বারেক যে তার চোখের দেখা
পেলেম না রে !
চাঁদিমার পূর্ণ সুখের হাস্যখানি
প্রাণে মোর জাগায় অপূর্ণতার বাণী,
বিহগের বিমল গানে সেই কাহিনী
বাজে কানে !

ধরণীর যতেক আবেগ-চঞ্চলতা
জাগায় পরাণ-বিকল-করা
তাহার কথা !
আমি যে বাঁধন-হারা নদীর মত
ছুটেছি তারি পানে অবিরত—
পরাণের কোন্ অজানা গভীর টানে
কে বা জানে !

জানি ত' আসা হেথা তারি তরে ;
তারি বাঁশী হৃদয় সদা
উদাস করে !

বরণের মাল্য হাতে আমার লাগি
যাপে সে শূন্য প্রাণে নিশীথ জাগি ;
আকাশের তারা তারি ব্যাকুল চাওয়া
বহে আনে !

যেদিনে মিলন হবে তাহার সনে,
ঘুচ্‌বে জটিল দ্বন্দ্ব-দ্বিধা
লাগে মনে !
বুঝিব কেন হাসে প্রসূন-পাঁতি,
কেন যে ধানের ক্ষেতে মাতামাতি,
অনিমেষ করুণ-চাওয়া চায় যে গগন
কাহার পানে !

নাম

(**Coleridge**)

প্রিয়ারে আমার সুধানু একদা "ওগো মোর প্রাণ-প্রিয়া,
কাব্যে তোমায় করিব প্রকাশ বল কোন্ নাম দিয়া ?
ললিতা, কুন্দ, জ্যোৎস্না, সরলা,
নীলিমা, নমিতা, মীণা কি মূরলা,
মানসী, লতিকা, ছায়া, বীণা, লীলা,—বল যাহা চায় হিয়া !"

সোহাগে গলিয়া কহিল আমার প্রাণ-প্রিয়া শুনি তাই,—
"যা লাগে তোমার ভাল বলি', মোর মতামত কিছু নাই।
হোক্ সে লতিকা, কুন্দ কি বীণা,
মানসী, নীলিমা, ছায়া, লীলা, মীণা,
—তোমারি বলিয়া ভাবিও আমায়,—এই শুধু আমি চাই।"

কবিতার প্রতি

কৃপা-কটাক্ষেতে তুমি চেয়েছ যেদিন
হে সুন্দরি, হে কবিতা-রাণি, মোর পানে,—
সে অবধি নিরবধি আনন্দের বীণ্
হৃদি-মাঝে ঝঙ্কারিছে সুমধুর তানে।
সে অবধি অনুখণ চঞ্চল পরাণ,
মোর পাশে সবি চির-নবীনের প্রায়,
তটিনীর "কুলু" রব,—বিহগের গান,
সে অবধি কত কথা ক'য়ে মোরে যায়!
সে অবধি চাঁদিমার আলোক-নিকর
মলয়-পবন—তারা কত অর্থে ভরা!
বিমান, বনানী-রাজি কত যে সুন্দর!
অসীম সৌন্দর্য্যে ঘেরা সারা বসুন্ধরা!
নয়নে পরায়ে দেছ কোন্ যে অঞ্জন,
যাহা হেরি সবি যে গো নয়ন-রঞ্জন!

প্রথম দখিণ-হাওয়া

আজকে প্রথম দখিণ-হাওয়ার মদির মধুর হিল্লোলে—
আবেশ-করা রঙ্গীন নেশায় উলাস-ভরে দিল্ দোলে।
কোথা হ'তে কোন্ বারতা নিয়ে এল দূত এ যে!
খুলে দিল চির-নীরব আনন্দের ঐ উৎসে যে!

বসন্ত কি পাঠালো তার আগমনীর সন্দেশ্-ই?
শীত-রাজের অত্যাচারের এবার বুঝি হয় শেষ-ই?
রহি' রহি' তাই বুঝি তার জীর্ণ পাতার মর্ম্মরে
মর্ম্মভেদী দীর্ঘ-নিশাস উঠ্‌ছে অসীম অম্বরে!

আশায় মাতি' তাই তো নাচে লতা দোদুল লাস্যেতে;
তাই পুলকের রঙ্গীন আভা প্রসূন-বালার আস্যেতে!
নিদ্রা-মাঝে স্বপ্নে উঠি চম্‌কি' মোহন ভঙ্গীতে—
গভীর রাতে তাই বুঝি আজ কোকিল মাতে সঙ্গীতে!

কোথায় তোরা আছিস্ ওরে, আলস-মাখা শয্যাপর?
ঋতু-রাণীর বার্ত্তা এল, এবার বিলাস-সজ্জা কর।

এবার তোদের ঘুচ্‌লো ত্বখের তামসিনী শর্ব্বরী ;
আনন্দ-ধন লুট্‌তে হবে এবার ত্ব'টি কর-ভরি' !

শ্যামল তৃণ-গদীর পরে বিছা কুসুম-সিংহাসন,
দিগ্বিদিকে জাগুক্ তাহার বন্দনারি সম্ভাষণ ;
পরভৃতে দে পাঠিয়ে আন্‌তে তাহার রথ টানি' ;
কিংশুকেরি কোমল দলে সাজা তাহার পথখানি।

তাহার চরণ-রক্ষা লাগি তড়াগ ভরুক্ উৎপলে,
কুঞ্জ উঠুক্ স্নিগ্ধ সাজে সাজি রসাল কুট্মলে !
বকুল-শাখের দোল্‌নাটি তার সাজুক নবীন পল্লবে।
বিশ্ব ভুবন উঠুক মাতি' উৎসবের ঐ কলরবে।

* * *

দীন-শয়নে শুয়ে আজো ওগো কবি, কোন্ ভুলে ?
বিশ্ব ব্যাপি' পর্ল সাড়া চেয়ে দেখ চোখ তুলে !
মলয় আজো তোমার কানে সে কথাটী কয়নি কি ?
বসন্তের ঐ সজ্জা তোমার আজো, কবি, হয়নি কি ?

বন্ধুজনার মর্ম্মভেদী ত্বর্ব্যবহার অন্তরে
এখনও তেম্‌নিতর অহর্নিশিই সন্তরে ?

শত্রুজনার উপহাসের হীনতা-দীন হাস্ত কি
ভঙ্গ করে আজো হৃদের পুলক-মাখা লাস্যটি ?

ওঠো কবি, তোমার লাগি' সে সবারো উচ্চস্থান ;
তোমার তরে নয়কো হওয়া তুচ্ছ ব্যথায় মুহ্যমান।
তোমার কভু সাজে কি হায়, দুঃখ-ব্যথার বন্ধন্ এ' ?
স্পর্শে তোমার নাচ্‌বে ধরা মুক্তি-সুখের স্পন্দনে !

ওঠো কবি, বাঁধ তোমার সকল খানি অন্তরে
উলাস-ভরা তানটি ধর তোমার বীণা-যন্তরে ;
উঠুক্ তাহে রাগ-রাগিণী, চিত্র কত ছন্দ না !
বিশ্ব সনে গাও তুমিও বসন্তেরি বন্দনা !

সমাধি-মন্দির

মরণ-অন্তে আমার, কেহও শ্মশানে চিতার পরে—
মোহন সমাধি-মন্দির যদি রচনা কভুও করে,
আমার সকাশে নাহি হবে তাহা প্রীতিপ্রদ ততদূর,
হবে যত—যদি মরণ শ্মশান করে কারো হৃদিপুর !
শয়নে, স্বপনে, জাগরণে আর সে মহাশ্মশানে যদি-
বিরাজে সমাধি-মন্দির সম স্মৃতি মোর নিরবধি !

মরণ-কাঠি ও জীয়ন-কাঠি

ইচ্ছা হলেই রাখ্‌তে পারিস জীয়াইয়া মোরে,
মার্‌তে পারিস যখন খুসী তোর,—
তোর হাতেতেই রয়েছে যে, কুহকিনি ওরে,
মরণ-কাঠি, জীয়ন-কাঠি মোর !

কৃপা-ভরে করিস যবে দৃষ্টি-প্রসাদখানি,
মোর মাঝারে খেলে জীবন শত,
বিরূপ যবে বিরাগ-বশে, তখন যেন মানি—
আমায় আমি প্রাণ-বিহীনের মত !

নৈশ প্রকৃতির প্রতি

টুটিল,—নিশীথে টুটিল নিদ্ মোর আজি হ'তে ;
কি হেরিনু ! তুলনা ইহার কিছু আছে এ মরতে ?
তারকা-বেষ্টিত এই সুনীলিম উদার গগন,
এই শ্যামা বসুন্ধরা,—মৌন-ধ্যান-স্তিমিত-নয়ন,
বায়ু-পথে ভেসে-আসা এই রম্য বিহগের গান,
অদূরস্থ তটিনীর এই মৃদু "কুলু-কুলু" তান,
এই বাতদোলায়িত বেণু-কুঞ্জ নয়নাভিরাম,—
এই শান্ত নীরবতা সুগভীর—এ কি হেরিলাম !

ওগো রাণি, ওগো প্রাণ-বিমোহিনি, প্রকৃতি সুন্দরি !
গভীর নিশীথে আজি সাজিয়াছ একি সাজে, মরি !
পরেছ যতনে গলে তারকার মঞ্জুমালা-খানি,
কুসুমখচিত শ্যাম বাস দে'ছ বক্ষোপরি টানি',
সারা অঙ্গে মাখিয়াছ শেফালির সুরভি-মধুর,
শুভ্র চন্দ্র ললাটিকা শোভিতেছে স্নিগ্ধ ভাল-পুর :
কার লাগি' এত সাজ ? বিন্দু বিন্দু নয়নের বারি—
ঝরিতেছে কার তরে ? কার তুমি বিরহিনী নারী ?

হায় রাণি, এ গভীর এ নীরব নির্জ্জন-নিশায়
কেন এ মোহন সাজ? এযে হায় কেবলি বৃথায়!
স্বার্থ-পঙ্ক-মগ্ন ওই অধিবাসী যত জগতের—
তারা কি পারিবে কভু বুঝিবারে কি যে মর্ম্ম এর?
তারা বোঝে ভাল—কিসে যায় কার সর্ব্বনাশ করা;
তারা বোঝে মর্ম্ম ওই সিন্ধুকের—স্বর্ণরৌপ্যে ভরা;
তারা বোঝে কি প্রকারে করা যায় দিবস যাপন
আরামে নিশ্চিন্ত ভাবে আলস্যেতে রহি নিমগন;
তারা বোঝে—অপরেরে দে'য়া যায় কোন্ মতে ফাঁকি;
স্বর্গীয় সুষমা এই,—মূল্য তার বোঝে তারা তা কি?

তাই হোক্! তারা রো'ক্ মগ্ন সবে স্বার্থের চিন্তায়,
কিসে অর্থ আসে তার নিরূপণ করুক উপায়;
সর্ব্বনাশ করে যাক অপরের যে যতেক পারে;
সুদূরেতে সরাইয়া আর শুধু রেখোনা আমারে।
আমারে করেছে হায়, উনমাদ, হে সৌন্দর্য্যরাণি,
অনুপম লাবণ্যেতে ঢল ঢল তব তনুখানি।
এমনি নিশায় আমি প্রতিদিন, চঞ্চল পরাণে
আসিয়া দাঁড়াব হেথা, চেয়ে রব তব মুখ-পানে;

এ নির্জ্জনে, সঙ্গোপনে, হে সুন্দরি, হে মোর প্রেয়সি,
হবে কথা আমাদের এইখানে মুখোমুখি বসি'।
তুমি থেকো এমনিই অনিমেষে চেয়ে মোর পানে,
মুছে দিও দুখ-ব্যথা, বরষিও শান্তি-সুধা প্রাণে।
প্রেরিত মলয়ে—যাবে দিয়ে মোরে তোমার চুম্বন,
আবেশে ভুলিব আমি আপনাকে, ভুলিব ভুবন!

শত্রু ও মিত্র

(**Schiller**)

মঙ্গল যেমন লভি প্রিয় বন্ধু হ'তে
তেমতি হ'তেও ঘোর শত্রু লভি হিত ;
দেখায় মিত্র সে শুধু কি পারি করিতে,
অরি সে শিখায় মোরে—করা কি উচিত !

বসন্তে বর্ষা

আজ যে দারুণ অতর্কিতে হঠাৎ শীতের শেষে,
বর্ষারাণী বুঝিই মনের ভুলে,
পলক এসে ছুটে ধরার তোরণ-দুয়ার দেশে,
ঝোড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে মেঘের চুলে

কীই না বিষম সর্ব্বগ্রাসী জ্বালাময়ী তৃষা
নয়নে তার তীব্রতর জাগে!
চম্‌কি উঠে বিশ্ব-ভুবন, রঙ্গি' উঠে দিশা—
প্রবল তার ঐ দীপ্ত প্রখর রাগে।

আজ যে কভু ভ্রমবশেও চায়নিকো কেউ তাহে,
—এই ত শীতের কবল হ'তে সবে
মুক্তি লভি' তৃপ্ত ধরা মুগ্ধ চোখে চাহে,
পুলক জাগে পাখীর কলরবে।

বনানী-পথ সাজ্‌লো সবে কিংশুকেরি দল—
বসন্তেরে নিতে বরণ করে',
পাতার চিকের আড়াল থেকে মহা কৌতূহলে
ফুলের আঁখি ফিরে তাহার তরে।

জীর্ণ পাতার বক্ষ চিরে জাগ্‌লো কচি পাতা,
এখন বাজে কোন্ অতিথির ভেরী ?
নবীন কোমল কিশল-বালা বল্‌ছে নেড়ে মাথা,—
—"না—না, তোমার আরো আছে দেরী !"

প্রসূন-বালা ফুট্‌তে গিয়ে চম্‌কে উঠি লাজে—
দলের কোলে বদন বুঝি ঢাকে ;
তার চরণের শব্দে কোকিল হঠাৎ গানের মাঝে
নিরাশ প্রাণে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

সবার হতে লভিয়া আজ এতেক অনাদরে
বর্ষা বুঝি বুঝ্‌লো নিজের ভুলে !
সম্বরিয়া স্রস্তগতি তাই ত সরম ভরে
গুমোট মেঘের বাস-মুখে নেয় তুলে !

করিস্ নে তায় আজ্‌কে তোরা করিসনেকো হেলা,
ব্যর্থ হৃদে ফিরতে দিস্‌ই না যে!
হাস্যমুখে হৃদয়ে তায় বরে নে এই বেলা,
সে বুঝি ওই মরেই দ্বিধায় লাজে!

বকুল-শাখের দোল্‌নাটী ওই নবীন কিশল কুলে—
সাজ্‌লো যে আজ বসন্তেরি লাগি,—
যতন ভরে তাহার পরে তারে নে আজ তুলে,—
হাতে পড়া সোণাল ফুলের রাখী।

হরিপ্রিয়ার পরাগ যদি না জোটে, কি তা'তে?
—যূথীর দলে শয়ন রচিস্ তারি;
আম-মউলের কীরিট তুলে দিস্ আজি তার মাথে;
—কৃষ্ণচূড়ায় পাওয়া যে আজ ভার্-ই!

ঐ শোন আজ গগন-কোলে বাজে মাদল-ধ্বনি,
ক্ষুব্ধ বায়ু অন্ধ-বেগে ছোটে;
লক্ষ ফণা তুলে নাচে সৌদামিনী-ফণী,
লতার বীথি শিউরি' দারুণ ও

রঙ্গে ওরি মাত্‌রে আজি পরাণ ও মন ভ'রে'
বসন্তের ঐ সজ্জা বারেক খুলে ;
শূন্য প্রাণে কেঁদে যেন ফির্‌তে না হয় ওরে,—
—এলই যদি ক্ষণের মনের ভুলে !

———

অপূর্ব্ব সাধ

সাধ যে কত হৃদে আমার নিত্যি নব জাগে,
সাহস করে কইনি কারো কাছে ;
কি জানি তা' তাদের পাশে কেমন তরই লাগে,
হেসেই যদি ওঠে তারা পাছে।

যদিই ওঠে বলে' তারা "এমন ধারা ন্যাকা
সারা জগৎ জুড়ে কোনখানে
এ যাবৎ ত কোন দিনো যায়নি পাওয়া ত্যাখা !"
—কাজ কি, তাহা থাকুক আমার প্রাণে।

ধানের ক্ষেতে ঢেউ তুলিয়ে দুলিয়ে গাছের পাতা—
আজ্‌কে বহে হেমন্তেরি বায় ;
কঠিন হ'ল আজ্‌ যে আমার ঠিক রাখা এ মাথা !
গুহ্য কথা গোপন রাখাই দায় !

ওপারের ওই কুঞ্জ হতে আকাশ-পথ দিয়ে
আসছে যে ঐ পাখীর কলতান,

সাধ হয়েছে আজ্‌কে আমার—ওই খানেতে গিয়ে
তাদের সনে আমিও ধরি গান।

গভীর বনে যেথায় খেলে কুরঙ্গম-চয়,
মনের সুখে বেড়ায় দিশি দিশি,
সেখানে সে নিবিড় বনে ইচ্ছা যেতে হয়,—
সাধ মনেতে—তাদের সনে মিশি।

তাদের সনে হেথা হোথা বেড়াই আমি ছুটি
শ্রান্ত আমি পড়্‌ব হয়ে যবে,
আমলকীর ঐ গাছের ছায়ে পড়্‌বো আমি লুটি
নিদ আসিবে পাখীর কলরবে।

সাধ যে আমার মিশে রহি সবুজ পাতার সনে,
ফুলের সনে আমিও হাসি, তুলি ;
মনের যত কথা আছে জানাই সমীরণে,
তুঃখেরে যাই এ জগতের ভুলি'।

বিশ্ব-মাঝে ছড়িয়ে আছে কতই যে আনন্দ,
কতই হাসি, কতই যে গান আর,

সে সব কি হায়, আমার বেলা রইবে হয়ে বন্ধ ?
কেহই কি হায়, খুল্‌বে না তার দ্বার ?

তোমরা সবে হাস্‌ছ বুঝি উপহাসের হাসি ?
কেউবা, সখা, কর্চ্ছ বুঝি রোষ ?
আজ্‌কে আমার প্রাণের মাঝে বাজ্‌ছে কিসের বাঁশী,
আজ্‌কে আমার নিওই নাকো দোষ !

দান

বেলা দু'পহর ; মাথার উপর রাজিছে অংশুমালী
ধরণীর পরে অবিরল ধারে প্রখর কিরণ ঢালি'।
জন-কলরব-মুখরিত পথ ; আপন কাজে যে যার
চলিয়াছে ধেয়ে, নাহিকো সময় কোন পানে তাকাবার।
হেনকালে সেই কোলাহল ভেদি' উঠিল করুণ তান,—
"এক পাই মোরে দাও, বাবু, ভাল করিবেন ভগবান !"
সে আর্ত্তনাদ কি মহা করুণ, অন্তর-ভেদী কি যে !
ব্যাকুল পরাণে ছুটিয়া আসিয়া বাহিরে দাঁড়ানু নিজে।
নেহারিনু যাহা, বরণিতে তায় আজিও শিহরে কায় ;
করুণা-আবেশে আঁখি দুটি মোর আজিও বুজিয়া যায়।
কুষ্ঠের এক রোগী চলিয়াছে দুই হাতে ভর করি,
শতেক ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে সারাটী অঙ্গ ভরি' ;
পড়িয়া গিয়াছে খসি' তার এক পায়ের অর্দ্ধখান,
অবিরল ধারে ঝরিছে রুধির হতে সে ক্ষতের স্থান।

পথের দু' ধার বাহি চলিয়াছে পিপীলিকা-সারি মত
কত ভাবে কত অভিনব সাজে সাজিয়া মানব শত!
কাঁপাইয়া যত দুইটী পাশের অট্টালিকার সারি
সশব্দে অতি বেগে ধেয়ে যায় ধনিদের জুড়ী-গাড়ী ;
বিরক্তি-বশে কেহ হেরি' তায় সুদূরেতে যায় সরে,
ত্রস্তগতিতে কেহ দেয় তারে ছাড়ি' পথ ঘৃণাভরে।
বিব্রত সবে আপনাকে নিয়ে, আপনার ভাবনায় ;
এক কোণে বসি' কাঁদে এক জন,—কার তাতে আসে যায়?

হেন কালে মোর আঁখি পাশে ছবি স্বরগের একখানি
ধরিল কে যেন, বিশ্বাস কেহ করিবে কি তা না জানি।
হেরিলাম—আসে ভিখারিণী এক,—দারিদ্র্য-মহাভার
অকালেতে হায় ফেলিয়াছে দেহ-লতা নোয়াইয়া তার ;
পরিধানে শুধু ছিন্ন ভিন্ন বিমলিন এক চীর ;
অকাল-পক্ক কেশরাজি-ঢাকা অভাব-আনত শির ;
পিছনের দিকে জীর্ণ-শীর্ণ ঝুলানো ঝুলির মাঝ
রহিয়াছে তার সম্বল—যা'তে চালাইতে হ'বে আজ।
আসিল সে যবে কুষ্ঠের রোগী আছিল সে যেইখানে,—
শিহরিয়া উঠি,' পিছাইয়া গেল দুই পা পিছন পানে ;

তার পর ভাবি, ক্ষণকাল কিছু,—কে বলিবে কি যে তাহা,
ভিক্ষাপাত্রে [illegible]
মরি ! মরি ! মরি ! আজিকে আমার আঁখির সমুখে একি
অঙ্কিত ছবি আত্মত্যাগের উজল বরণে দেখি !
বল দেখি মোরে, ওগো ভিখারিণি, বল দেখি মোরে শুনি,
করিতে মহান্ হেন দান তোমা' শিখাইল কোন গুণী ?
হেরিয়া যাহায় কত ধনী, জ্ঞানী হেলাভরে গেল স'রে,
সর্ব্বস্বটুকু সেই অভাগায় বিকালে কেমন করে ?
হয় ত তোমার জীর্ণ খোলার ঘরে আছে ছেলে মেয়ে,
আকুল পরাণে, ব্যাকুল নয়নে তব পথ পানে চেয়ে ;
—কখন আসিয়া আয়াস-লব্ধ তণ্ডুল-কণাগুলি
রাঁধি' তার পর দিবে তাহাদের ক্লিষ্ট বদনে তুলি।
যে এ' দুর্দ্দিন, কে বলিবে তুমি না জানি ক' দিন ধরে—
মুষ্টিভিক্ষা পাওনিকো হায়, আছ উপবাস করে'।
হোথা রহিয়াছে যত ধনিজন মগ্ন বিলাস-মাঝে,
গরীব-দুখীর ব্যথা কি গো কভু পরাণে তাদের বাজে ?
দু'পহর যে গো হয়েছে অতীত, পারিবে রমণি, আর—
উপবাসী হয়ে ভিক্ষার লাগি' ঘুরিবারে দ্বারে দ্বার ?
তুমি দ্বিধা-হীন ভাবে একবারো না ভাবি' সে সব কথা
সারাটী সকাল ঘুরে যা পেয়েছ, বিকাইয়া দিলে হোথা ?

এ জীবনে আমি পড়েছি দানের পুণ্য-কাহিনী শত ;
শুনেছি—"দিয়েছে অমুক ও' কাজে অত শ' হাজার অত।"
শতেক কাহিনী পূত সেই সব, মহান্ সে সব দান,
তোমরা, বন্ধু, বলিতে কি চাহ এর চেয়ে গরীয়ান্ ?
দিতে তারা পারে যাহাদের আছে দিবার মতন ধন ;
ভিক্ষাই শুধু সম্বল যার, দেয় হেন কোন্ জন ?

অভাগা

বিপুল বিশ্বে আমিই অভাগা,
লক্ষ্মী-হারা !
আমারে গড়েছে সৃষ্টি-বিধাতা
সৃষ্টি-ছাড়া !
জানি না কি বিষ মোর মাঝে আছে হায় !
পরশে আমার সব হাসি টুটে যায় !
পলকে শুখায় যতেক পুলক,
প্রীতির ধারা ।

আবেগের বশে যা' কিছু হৃদয়ে
জড়ায়ে ধরি,
নিমেষের মাঝে ভূমি-তলে পড়ে
সকলি ঝরি' !
অন্তর দিয়া পাইতে যা কিছু চাই,
মরীচিকা প্রায় শূন্যে মিলায় তাই ;
আশা হটে যায় নিরাশা-শিলায়
ঠিকরি' পড়ি !

'আনন্দ যাচি হৃদি জোড়া শুধু
মিলেছে দুখ !
হাসিতে চেয়েছি, ব্যথায় ছাপিয়া
উঠেছে বুক !
মনের আমার একতারাটীর মাঝে
দুখের রাগিনী গুমরি' গুমরি' বাজে ;
অনুখণ ঝরে নয়নে তাহারি
চিহ্নটুক !

বিশ্ব ভুবন ফিরেছি ঘুরিয়া,
চেয়েছি মন,
ব্যর্থ আমার ব্যর্থ যত্ন সে
আকিঞ্চন !
মোর পানে সবে হাসি ব্যঙ্গের সুরে
ভ্রূকুটী-কুটিল নয়নেতে রয় দূরে ;
ব্যবধানে রহে বিরাগের বশে
বন্ধু-জন !

হায় রে জগৎ পরাণ-বিহীন,
নিঠুর ওরে,

সুর-হারা

কোন দিনো কভু কোনও কিছু কি
দিইনি তোরে ?
অন্তর ঝুলি আমার উজাড় করি
রাখিনি ডালিটী সমুখেতে তোর ধরি ?
বচনে-মননে দিইনি সবাতে
বিকিয়ে মোরে ?

পরশে আমার কোনও দিনো কি
কাহারো কায়
পুলক-আবেশে শিহরি' বারেক
ওঠেনি হায় ?
কেহ কি কভুও শুধু ক্ষণেকের ভুলে
আমার মালাটী নেয়নি গলায় তুলে ?
বারেক মাতেনি হৃদি তার প্রীতি-
মূর্চ্ছনায় ?

অথবা এ' ঘোর ভালের লিখন,
এ' ঘোর ভবী ;
সর্ব্বগ্রাসী এ' উদাম আবেগ,
ব্যর্থ সবি !

হৃদয় মূরছি' রহিবে ব্যথার সুরে,
এত কাছে তবু রহিব সবার দূরে,
এ জীবন শুধু—কেটে যাবে আঁকি'
আকাশে ছবি !

———

রহস্য

রাত্রি-বেলায় বলে' থাকি অনেক রকম কথা,
অনেক করি অভিমান আর অনেক করি ছল,
অনেক বারই দেখাই অনেক নিলাজ প্রগল্‌ভতা,
অকারণে অনেক বারই চোখে আসে জল।
ভোরের বেলা পাখীর রবে চমকিয়া জাগি',
নিজের পানে চেয়ে আমি নিজেই মরি লাজে!
রেতের কালে ব্যাকুল ছিনু যে দু'বাহুর লাগি'
তখন যেন মোর গায়ে তা' কাঁটার মতই বাজে।
সম্বরিয়া স্রস্ত বসন বাইরে আসি চলি',
সরম ভরে চাইতে নারি নয়ন দু'টী তুলে;
নিজের এবং তোমার পরে দারুণ রাগে জ্বলি,
পূর্ব্ব নিশায় সকল প্রাণে যেতেই চাহি ভুলে!

* * *

রাত্রি যখন আসে আবার তারার মালায় সাজি',
অঙ্গে তাহার শেফালিকার গন্ধ মদির মেখে,
বনে বনে নীরব যতেক পাখীর গীতিরাজি,
চাঁদের আলো নদীর বুকে খেলে এঁকে বেঁকে,

ভুলে তখন যাই যেন সে' যতেক সরম লাজে,
পূর্ব্ব নিশায় পরাণ চাহে আবার পেতে ফিরে ;
যতন ভরে আপনারে সাজাই ফুলের সাজে ;
শয়ন-পাশে তোমার পুনঃ দাঁড়াই গিয়ে ধীরে !

দোলের দিনে

আজ্‌কে মোরা মান্‌বো নাকো, মান্‌বো নারে বিধি-বাঁধন,
আনন্দের ঐ মন্দিরে আজ যতেক মোদের সিদ্ধি-সাধন।
আজ্‌কে মোরা মাতাল সবে মাতাল আনন্দেরি সুরায়,
বিষাদের ঐ কৃষ্ণ রেখা ঢাক্‌বো ফাগের রঙ্গীন গুঁড়ায়।
ধরণীর এই বছর-জোড়া যতেক ব্যথা, যতেক রোদন,
একটা দিনের পরাণ-ভরা আনন্দেতে কর্‌বো শোধন!

রুদ্ধ-দুয়ার-কক্ষ-মাঝে কে তোমরা বন্ধু, ভ্রাতা?
সঙ্গোপনে সরে থাকা, আজ যে কভু চল্‌বে না তা!
আজ্‌কে কভু চল্‌বে নাকো মগ্ন থাকা গণিত মাঝে,
রসায়নের রসাস্বাদন, কিম্বা অমন অন্য কাজে।
বিষাদেরি বিরুদ্ধে এই বিষমতর অভিযানে
তোমাদেরো আস্‌তে হ'বে, মিশ্‌তে হ'বে সকল প্রাণে।

স্বর্ণ শকট হ'তে তব নেমে, ওগো রাজ-অধিরাজ,
ক্ষণেক লাগি' মোদের মাঝে আস্‌তে হ'বে তোমারো আজ!
দীন যাহারা, সঙ্কোচেরি আজ তোমাদের কোন্ বা হেতু?
কুঙ্কুম ও ফাগ আজ আমাদের মিলনের যে মহা সেতু!
সমদর্শী আনন্দ যে, কারেও সে দেয় না ছাড়ি;
তার কাছে নেই বৃদ্ধ-যুবা, দুঃখী-সুখী, পুরুষ-নারী!

করজোড়ে আজ্‌কে ক্ষমা যাচি, পাড়া-প্রতিবেশী!
শপথ করে বল্‌তে নারি করবো না যে ক্ষতির লেশ-ই!
আজ্‌কে বলা শক্ত এটা একেবারেই কোন কাজে
মোদের সকল ব্যবহারে ত্রুটী আদৌ পাবেই না যে!
রেতের বেলা ঘুমের ব্যাঘাত নয়কো সেটা অসম্ভবও;
মদির ফাগুন পূর্ণিমাতে আজ কি মতে নীরব রবো?

ক্ষমা কোরো ওস্তাদজী, ওগো গীতি-বাদ্য-পটু,
কণ্ঠ মোদের নয়কো মিঠে, বরং কিছু শ্রুতি-কটু;
বিশেষ যদি আজ এ দিনে এটা কভু যায়ই ঘটে,
সকাল বেলায়ই গেয়ে ফেলি পূরবী কি ছায়ানটে;
সাঁঝের কালে সাহানা কি ভৈরবী গাই রাত্রি বেলা;
সুর-লয়েতে কি আসে যায়, প্রাণে যখন ভাবের খেলা?

স্মর-হারা

আজ্‌কে মোরা অধীর কিছু, এবং কিছু বেশী পাগল ;
মনের দুয়ার মুক্ত মোদের, নেইকো বাধা, নেইকো আগল ।
খুসী হ'লেই উঠ্‌বো গেয়ে, নাচ্‌বো হ'বে ইচ্ছা যবে ;
ভ্রূকুটীটী তাহার লাগি, সেটা বিশেষ খারাপ হবে !
দোলের দিনে দোল্‌ পড়েছে ভিতর বাহির সকল পাশে ;
স্বাধীনতার আজকে যে দিন বন্ধ-বাধা চল্‌বে না সে !

শাস্ত্র-পুঁথি কি যে বলে সঠিক মোদের নেইকো জানা ;
বৃন্দাবনে কে জানে কি হয়েছিল কাণ্ডখানা !
কৃষ্ণঠাকুর গোপ-বালক এবং গোপ-বালার সাথে
খেলেছিলেন হয় ত বা ফাগ্‌ এম্‌নি ফাগুন পূর্ণিমাতে !
নাইবা যদি খেলে থাকেন বিশেষ আসে যায় না কিছু ;
শাস্ত্র-পুরাণ মোদের গড়া, ফির্‌বে মোদের পিছু পিছু ।

এটা বেশই যাচ্ছে বোঝা রূপে, রসে, গন্ধে, সুরে,
একটা কিছু চলেছে যে সারা বিশ্ব ভুবন জুড়ে !
ফুলের যত ফাগের মত রঙ্গীন রেণু পর্ণ ঝরে,
উতাল পবন ছড়ায় তারে চোখের পরে মুখের পরে ;
প্রসূন-বালা শিউরে ওঠে দখিণ হাওয়ার চুম্বনেতে,
কোমল তাহার পরশ পেয়ে উঠ্‌লো ধরা—দারুণ মেতে ।

দোলের দিনে

সারা ভুবন ব্যাপি' জাগে কী-ই না গভীর চঞ্চলতা !
শাখে শাখে কোকিল ওঠে গাহি প্রাণের গোপন-কথা।
নদী ওঠে দুলে দুলে রুদ্ধাবেগে বইতে নারি,
কাশের ক্ষেতে লাস্য কি যে, বনে নাচন লতিকারি।
অশোক-শাখের পল্লবটী কী যে ভাবি, অপার সুখে
পাশের তাহার লজ্জা-অরুণ-কিশলটীরে জড়ায় বুকে।

ধরণী আজ প্রীতিময়ী, নেইকো ব্যথা নেইকো বেদন ;
তাইত মোদের পরাণ আজি আনন্দেরই শ্রীনিকেতন !
বাহিরের ঐ যতেক আবেগ, যতেক উলাস পুলক ধারা
হৃদয়মাঝে কাঁপন তোলে, কর্ল তারে পাগল-পারা।
আকাশ বাতাস জুড়ে আজি মহোৎসবের কী কলরোল !
মোদের প্রাণের দেবের দোলায় আজ্‌কে যে তাই আনন্দ দোল।

নব বর্ষে

যা' কিছু তোর ডুবে গেছে কালের অতল-জলে,
তোরে ফাঁকি দিয়ে যারা গেছে দূরে চলে,
যাক্‌রে সে' সব যাক্ !
তাদের লাগি' ঘরের কোণে বদ্ধ নিজে রাখি,'
রক্তবরণ অশ্রুজলে করে তোলা আঁখি,
থাক্ রে তা' আজ থাক্ !
পুরান-বরষ মিশে গেল কাল-সায়রের সনে ;
তার সাথে তুই দে ডালি তোর শোক-বেদনাগণে !

কণ্ঠেতে তোর উঠ্‌ছে ওরে সঙ্গীত যে বাজি,'
নূতন করে তারেও তুই তুলিয়া নে আজি ;
তোর বীণাটীর মাঝে
পুরানো সে দুঃখ-ব্যথার করুণ গাথা যত
গুমরিয়া কেঁদে কেঁদে পূরবীরি মত
না যেন আর বাজে !

ঝঙ্কার তোর বীণাখানির, কণ্ঠের তোর গান,
আজ এ নবীন বরষেতে লভুক্ নবীন প্রাণ।

বিস্মরি' তুই একেবারে যা আজিকে ওরে,
বেরিয়েছিলি অনেক বরষ আগে যাত্রা কোরে
অনেক জনার সাথে ;
তারা গেছে আগে, আছিস্ পিছনে তুই আজি,
পদে পদে বাধা পেলি,—কতই বিপদ্‌রাজি,
কতই ঝঞ্ঝাবাতে।
যাত্রা নবীন সুরু হ'ল আজ এ শুভখণে,
চল পুনরায় নিজের পথে, এই রাখিয়া মনে।

সেই সে বিপদ্, সে ঝটিকা আবার ওরে ফিরে
এবারও হয়ত এসে ফেল্‌বে তোরে ঘিরে।
কুজ্ঝটিকায় ঘোর
আকাশ, বাতাস ফেল্‌বে ছেয়ে, পথ পাবিনা খুঁজে,
নিরাশাতে চক্ষু দুটী আস্‌বেরে তোর বুজে,
আস্‌বে চোখে লোর।
সে সব কথা নয় রে আজি, আজ্‌কে সে সব নয় ;
ভাবার সময় ঢের রয়েছে, আজ ছেড়ে দে ভয়!

সন্দেহ সে, নিরাশা আর চল্‌বে না তা' হলে ;
আজ্‌কে যে তুই নবীন মানুষ, বলী নবীন বলে,
সতেজ নবীন রসে ;
ভয়-ভাবনা কারে বলে, শোক-যাতনা কি যে
নবীন মানুষ ! চিন্‌তে তারে আজো পারিস্‌নি যে ;
বুঝ্‌তে নারিস্‌ ত সে !
তোর সকাশে আশায় আশায় পূর্ণ আজি ধরা,
বিশ্ব ভুবন নবীন আজি, আনন্দেতে ভরা !

"যেতে হ'বে শুধুই আমায়"

যাইতে হইবে শুধু আমাকেই হায় !
প্রভাতে মধুরে হাসি
ফুটিবে কুসুমরাশি
উতলা মলয় আসি' চুমিবে তাহায়।
সাজিবে প্রকৃতি-রাণী
নীহারের মালাখানি
গলে পরি' প্রাতে নিতি অতুল শোভায়।
সবি রবে, যেতে হ'বে শুধুই আমায় !

যাইতে হইবে শুধু আমাকেই হায় !
সায়াহ্নে একটী দু'টী
করিয়া উঠিবে ফুটি
তারকানিচয় ধীরে গগনের গায়।
নিশায় রজত-চাঁদ
পাতিবে সৌন্দর্য্য-ফাঁদ

প্লাবিয়া ধরণী তার শুভ্র চন্দ্রিকায়।
সবি রবে, যেতে হবে শুধুই আমায়!

যাইতে হইবে শুধু আমাকেই হায়!
আসিবে ঋতুর পতি
ফিরিয়া বরষে প্রতি
ত্রিদিবের শোভা দিয়ে সাজাতে ধরায়।
শরতে নলিনী-মালা
ভুবন করিয়া আলা
ফুটিবে মোহিয়া প্রাণে সরসীর গায়।
সবি রবে, যেতে হবে শুধুই আমায়!

যাইতে হইবে শুধু আমাকেই হায়!
দোয়েল, পাপিয়া, পিক
মুখরিবে দশ দিক্
এমনি মঞ্জুল-মন-মোহন গাথায়।
এমনিই যাবে বয়ে
নদী মৃদু গান গেয়ে
চিরদিন সিন্ধু সনে মিলন-আশায়।
সবি রবে, যেতে হবে শুধুই আমায়!

“যেতে হ’বে শুধুই আমায়

যাইতে হইবে শুধু আমাকেই হায় !
পরপার হ’তে জানি,
আসিবে সে মহাবাণী
ভাসি’ একদিন, “আয়, আয় চলে আয় ।”
ত্যজি’ এই শ্যামা ধরা
প্রকৃতি এ মনোহরা
সেদিন মাগিতে হবে হায় রে, বিদায় ।
তার পর কেবা জানে
যেতে হবে কোন্ খানে ?
এমনি সৌন্দর্য্যরাজি রাজে কি সেথায় ?
সেথাও কি চাঁদ-তারা
এমনি জ্যোতির ধারা
বরিষে মোহিয়া প্রাণে অঝোর-ধারায় ?
এমনি কুসুমরাশি
ফোটে কি সেথায় হাসি,
বিহগ কি এমনিই সেথা গান গায় ?
তাই ভাবি কাঁদে প্রাণ,
এই হাসি, এই গান,
এই শ্যামা ধরা, বাসি ভালো এত যায়,
সবি রবে, যেতে হবে শুধুই আমায় ।

ব্যর্থ কাম

মোর পানে চাহি কত জন হাসে
ব্যঙ্গ-ভরে।
বিরাগের বশে কত জন যায়
সুদূরে সরে।
কত শত জন অকাতর-চিতে
বিঁধিছে প্রাণে,
দিবস-যামিনী, তীক্ষ্ণ যতেক
বাক্যবাণে।
তবু আমি জানি, সকল বচনে
সকল কাজে
মোরে বিকাইতে চেয়েছি নিয়ত
সবারি মাঝে।

সারাটী হৃদয় দিয়ে আঁকিয়াছি
কতনা ছবি ;
তারা কহিয়াছে ব্যঙ্গের সুরে,
"ব্যর্থ সবি।"

ব্যর্থ কাম

মোর যত সেই অন্তর-ধনে
ধরণী-তলে
হেলায় ছুঁড়িয়া ফেলে গেছে তারা
চরণে দলে।
তবু আমি জানি, সকল বচনে
সকল কাজে
মোরে বিকাইতে চেয়েছি নিয়ত
সবারি মাঝে।

বিহানের আলো, নিশীথের শোভা,
সাঁঝের হাসি,
মোর প্রাণে তারা কত না সে সুরে
বাজায় বাঁশী।
কত না ছন্দে অন্তর দিয়া
রচেছি গান।
ভ্রূ কুঞ্চি' তারা কহে "শুধু কথা,
নাহিকো প্রাণ!"
তবু আমি জানি, সকলে বচন
সকল কাজে,

মোরে বিকাইতে চেয়েছি নিয়ত
সবারি মাঝে।

প্রাণে নিতি কত বেদন-দুঃখ
উঠিছে জাগি,
নিদ্রা-বিহীন কত নিশি কাটে
তাদেরি লাগি!
মোর প্রতি গানে ফুটাতে চেয়েছি
সে সব ব্যথা;
তারা কহে, "শুধু কবি-কল্পনা,
মিথ্যা কথা!"
তবু আমি জানি, সকল বচনে
সকল কাজে
মোরে বিকাইতে চেয়েছি নিয়ত
সবারি মাঝে!

আবেগে পড়েছি লুটি' বন্ধুর
বক্ষোমাঝে;
সে বলেছে শ্লেষে, "ন্যাকামি যে শুধু
সকল কাজে!"

'মিশেছি শত্রু- সনে নিতে তারে
আপন করে,'
সে শুধু গিয়েছে সন্দেহ-বশে
সুদূরে সরে,
আপন হইতে সবার চেয়েছি,
হয়েছি পর
শুনিয়াছি শুধু ব্যঙ্গ-মাখানো
তিক্ত স্বর !
তবু আমি জানি, সকল বচনে,
সকল কাজে
মোরে বিকাইতে চেয়েছি নিয়ত
র মাঝে !

বুকের মাঝারে বিকচ কুসুমে
জড়ায়ে ধরি ;
সুরভি নিশাস ত্যজিয়া অমনি
যায় সে ঝরি !
থামিয়ে দিয়েছে সঙ্গীত যত
বিহগ বনে,

যখনি কণ্ঠ মিশাতে চেয়েছি
তাদেরি সনে !
বুদ্ধির দোষে চাহিয়াছি এক,
হয়েছে আর,
ফেলিয়াছি শুধু বেদন-তিক্ত
অশ্রুধার !
আমাকে যে কভু ফুটায়ে তুলিতে
পারিনি, হায় !
কত জনে তাই কত ভাবে মোরে
বিচারি' যায় !
তবু আমি জানি সকল বচনে,
সকল কাজে
মোরে বিকাইতে চেয়েছি নিয়ত
সবারি মাঝে !

ক্ষমিও আমায়, ক্ষমিও তোমরা
বন্ধু, ভাই,
যেটুকু দিবার হয়ত বা দিতে
পারি তা' নাই !

আমার লাগিয়া নিয়ত তোমরা
অথির-চিত,
আমারি কারণে হয়েছ নিয়ত
বিড়ম্বিত !
আমারে যাহারা পারনি ভাবিতে
আপন বলি'
তোমাদেরো পাশে যাচি ক্ষমা, হয়ে
কৃতাঞ্জলি !
দীনতা যতেক রাখিতে পারিনি
গোপনে ঢাকি ;
সবলে যে তারা বাহিরি' এসেছে
ভিতর থাকি !
প্রতিপদে তাই জ্বলেছ সবাই
দারুণ-রোষে !
আমি শুধু দায়ী, —সে শুধু ঘটেছে
আমারি দোষে !
তবু আমি জানি, সকল বচনে,
সকল কাজে
মোরে বিকাইতে চেয়েছি নিয়ত
সবারি মাঝে !

বিধবার কথা

কত বার ওরে করেছি বারণ, তবু কেন ভুলে যাস ?
ওই খান্‌টারে মাড়াস্‌নে আর, মাথা মোর তোরা খাস্‌।
তোরা কি বুঝিবি আমার সকাশে তুচ্ছ এ স্থানে কি যে !
অপরের কথা ছেড়ে দে, সে কথা আমিই বুঝি না নিজে !
যখন আঁধার কেটে নাহি যায়, কুলায়ে জাগে না পাখী,
উষায় এ হেন সময়েতে আমি উঠিয়া শয়ন থাকি,
ইষ্টদেবেরে করিবার ওরে, পরণাম বহু আগে—
ধূলি এখানের ভকতি-ভরেতে তুলে নেই শিরোভাগে !
সাঁঝে আশ্রয় অস্তগিরিতে লভিলে অংশুমালী,
লক্ষ্মীর দীপ জ্বালিবার আগে হেথা আমি দীপ জ্বালি !
নরনারী যত ত্যজি গৃহকাজ, শুনিতে আরতি-গানে
ধেয়ে যায় চলি মহা কলরবে দেব-মন্দির প্যানে,
আঙিনায় তার বেজে ওঠে শাঁখ, মৃদঙ্গ, করতাল ;
আমি হেথা বসি' একা দি কাটায়ে সারাটি সন্ধ্যাকাল !

বিহানে বিকালে যবে কোন কাজ নাহিকো থাকিত হাতে,
কাটিয়ে সে দিত সময় তখন বসিয়া ওখানটাতে ;
হেথা বসি' মোকে বলেছে সে কত সোহাগ-আদর-কথা,
বলেছে কত যে সুখের কাহিনী, মনের কত যে ব্যথা।
তিনটী বছর হ'ল গেছে চলি এ মর-মরত থাকি
মোর সে সোয়ামী, প্রাণের দেবতা, আমারে একেলা রাখি' !
কত আর কব, আজিও আমার আঁখিতে আসেরে পানি,
মরণ কালেও রেখেছিল তারা এই খানে তারে আনি !
নির্দ্দয় ভাবে যবে তোরা যাস্, মাড়ায়ে ইহারে সবে,
পরাণ আমার কাঁদিয়া তখন ওঠে যেন "হা—হা" রবে।
তাহার স্মিরিতি জড়াইয়া আছে ওইখানটারে, তাই
এ জগতে কিছু ইহার উপর প্রিয় মোর আর নাই।

অপেক্ষায়

তোমার বিহনে প্রিয়, হৃদি দুখ-ময়,
জগতের সুখ-শান্তি ভালো নাহি লাগে ;
বৃথা হাসে চাঁদ-তারা, পাখী বৃথা গায়,
থেকে থেকে শুধু মোর তোমা মনে জাগে !

নীরবে নিভৃতে বসি গাঁথি ফুল-মালা,
নীরবে নিভৃতে তাহা শুখাইয়া যায় !
কারে হায়, পরাইব ? কাছে নাহি তুমি,
শূন্য এ পরাণ শুধু করে "হায়—হায়" !

আছি শুধু বসে তাই দীন ভাবে, নিয়ে
দুর্বহ শরীর আর শূন্য হৃদি-মন,
অপেক্ষি' অধীর প্রাণে সেই দিন তরে
যবে হ'বে আমাদের সুচির-মিলন !

"খেয়াল-ঘোরে"

আপন গানে মত্ত ছিনু, ছিলাম আপন অন্তরে,
কুহকিনি, মুগ্ধ আমায় কর্লিরে কোন মন্তরে ?
আমার বীণাখানির মাঝে
তোর গানই যে নিতিই বাজে,
হৃদ্-সায়রে তোর মূরতিই অহর্নিশি সন্তরে।

মিছাই গাহে দোয়েল, কোয়েল, পাপিয়া কি চন্দনা ;-
স্বরখানি তোর মধুর কত, কতই যে তার ছন্দ না !
তারই বারেক পরখ লাগি'
রয় কি তারা চন্দ্র জাগি' ?
বিহান-সাঁঝে বিহগ বুঝি গায় তাহারি বন্দনা !

নেহারি যায় প্রসূন লাজে ধর্লো বরণ রক্ত গো,
রূপেরে সে' বর্ণিব কি,—সে যে বড়ই শক্ত গো !
তোর মাধুরীর বার্ত্তা পেয়ে—
দক্ষিণা বায় আসে ধেয়ে,—
খেয়াল-হারা কবিরে সেই করেছে তোর ভক্ত গো !

ভ্রমর যতেক বিস্ময়েতে ওঠে দারুণ গুঞ্জরি'—
হাসিয়া তুই চাহিস্ যবে, ওরে আমার সুন্দরি!
হৃদয়-মাঝে নেহারি' তায়
কতই কথার ঢেউ খেলে যায়!
—সে যে শোভা ফোটা ফুলের, গোলাপ, বেলী, কুন্দ-রি!

দহন করি' রূপ-অনলে এ হৃদয়-খাণ্ডবে,
(বুঝ্‌তে নারি, কুহকিনি, একি এ তোর কাণ্ড যে!)
ছল করিয়া রইলি সরি'!
কই লো তোরে চরণ ধরি'
ঢাল্‌লো ত্বরা মিলন-বারি,—শান্ত কর্ এ তাণ্ডবে!

চির বিজয়িনী

বিজয়-লক্ষ্মী অনুখণ যার
বন্দিনী,
অভিনব হেন রণ-সাজ আজি
কি লাগি তাহার, রঙ্গিনি !
বঙ্কিম বেণী ছুলিছে পৃষ্ঠ-পরে,
চরণ-পরশে মাতিয়া উলাস-ভরে—
রহিয়া রহিয়া রণিয়া উঠিছে
মৃছু নিক্কণে শিঞ্জিনী !

মরাল গ্রীবাটী তুলেছ বক্র
ভঙ্গীতে ;
চমকি' উঠিছে চটুল চাহনি
চপল চোখের ইঙ্গিতে !
তনুর গোলাপী আভা চাহে প্রতিপলে
আবরণ ভেদি' বাহিরে আসিতে চলে,
মৃণাল বাহুতে সোণার বলয়
বাজে বিহ্বল সঙ্গীতে !

কণ্ঠে পরেছ   বকুল-মালিকা,
সুন্দরি !
চিত্র বরণে   চারি পাশে তব
প্রসূন উঠেছে মুঞ্জরি' !
সুনীল বাসের নিচোল লুটিয়া ভূমে
শিথিল পরশে তৃণ-অঞ্চল চুমে ;—
অলক্ত-রাগ-রাঙ্গা পদ-তলে
বন-পথ জাগে গুঞ্জরি' !

অন্তর-কথা বাহিরায় যেন
নিঃশ্বাসে !
—কোন্ অভিযানে   হয়েছ বাহির,
—কোন্ অভাগার চিন্নাশে ?
উরস তাই কি শ্বাসে শ্বাসে ওঠে পড়ে ?
বসন উড়িল উন্মাদ বায়ু-ভরে ?
ঝলকে শতেক অসি-খরশান—
আঁখির বক্র-বিন্যাসে ?

একি নিপীড়ন   হায় রে নিঠুরা,
দুর্ব্বলে

ক্ষুদ্রের তরে এত আয়োজন!—
রণ-নীতি হায় এই বলে?
আপনি যাচিয়া যে জন পড়িবে ফাঁসি,
তার লাগি' কেন ভ্রূকুটী কুটীল হাসি?
নয়ন-শাণিত আঘাতে কি কাজ
আবার সে চির-বিহ্বলে?

তার চেয়ে কর ভুজ-বন্ধনে
বন্দী রে!
ফেলে রাখ তব সঙ্গী-বিহীন
অন্তর-কারা-মন্দিরে।
কিম্বা বুকের দ্রুত স্পন্দনখানি
তোমার বক্ষে মিলাইয়া ফেল আনি';
চেতন ঘুচাও পরশে অধর-
পুটের মোহ-নিস্যন্দী রে।

গান

(১)

গোপন স্বপন মম
কেমনে আবরি' রাখি ?
আজি যে বাদল-নিশা,
কেতকী মেলেছে আঁখি !
আজি এ অঝোর ধারা—
বুঝি তারি দিশাহারা
সজল চাহনি আনে
অচিন্ সে দেশ থাকি !

কাজল মেঘেরি মত
এলায়ে কবরী পাশে,
বুঝি কার কাটে রাতি
আমারি পরশ-আশে !
উদাস উতলা বায়
বুঝি শুধু বলে যায়
অধীর সে হিয়া-পুটে—
কি ব্যথা সে রাখে ঢাকি' !

(২)

আজ সাঁঝের ঐ রক্ত-অরুণ
করুণ ছবিখানি—
কার অপূরণ কোন্ স্বপনের
বার্ত্তা দিল আনি !
কোন্ বিরহীর হিয়ার তলে
উতল ব্যথার আগুন জ্বলে,
কোন্ বিবাগীর বিফল খোঁজের
বেদন-মাখা বাণী !
আজ গোধূলির আঁধার আলোর
নিবিড় মিলন-রাগে,
কোন্ সে যুগের প্রিয়ার আঁখি
মনের কোণে জাগে !
আমার লাগি উদাস-মাখা—
সকল যুগের নিশীথ-জাগা—
ঐ ফিরে তার দিগ্বলয়ে
দৃষ্টি অভিমানী।

(৩)

কোন্ যুগে, শেষ রাতে,
শেষ দেখা তারি সাথে !
শুধু বলে গেল ধীরে,—
"আবার আসিব ফিরে ;"
নয়ন মুছিয়ে দিল—
নীরবে প্রেমের হাতে !

সে অবধি আছি বসে'
শুধু তার পথ চাহি,—
বুকে বহি' আশা-বাণী
মুখে তার গান গাহি,
তারি তরে মালা গাঁথি,
তারি তরে জ্বালি বাতি,
তারি তরে জ্বালি হিয়া
স্মৃতি-মাখা বেদনাতে !

কত জন যায় ডাকি',
কতজন আসে কাছে ;

তাহে মন দিতে নারি
—এসে ফিরে যায় পাছে !
কাটে দিন তারি লাগি,
তারি লাগি উঠি জাগি'
মরণ-রজনী-শেষে,
নবীন জীবন-প্রাতে।

(৪)

যদি দিন গেল হায়,—ধূলিতে লুটায়—ছিন্নকুসুম-ডোর,—
যদি পথ চাহি তার—হবে অনিবার দীর্ঘ যামিনী ভোর ;—
তবে কেন রচা আর শূন্য শয়ন—
কেন সাজ-আভরণ ?
মিছে চন্দনা সবে—মাখা কেন তবে—অকারণ তনু মোর ?
কেন অধীর-নয়নে পথ চাওয়া আর,
কেন বাঁধা কেশ-ভার ?
তবে কেন নীল-বাস, কেন ফুল-বাস, পরাণে পিয়াস ঘোর ?
যদি ব্যর্থ সাধন ভালে শুধু লেখা,—
জনম কাটিবে একা,—
তবে অরঘের সাজি—ধূপদীপরাজি কি কাজে সাজানো তোর

(৫)

গুরু গরজন বিদারে গগন,
ঝরিছে অঝোরে বারির ধার !
মনের যাতনা উছল কামনা
আজি ত মানে না ধৈরয আর।
কাহার করুণ আঁখি-তারা দু'টি
অন্তর কোণে আজি ওঠে ফুটি' ?
পরাণে সুদূর কোন্ সে বঁধুর
বিষাদ মধুর স্মৃতির ভার ?
বুঝি আমা-হারা তারো দিনগুলি
এমনি ব্যথায় উঠিছে আকুলি ?
বজ্র-বেদনে বুঝি ক্ষণে ক্ষণে—
ভাতিছে দাহন বুকের তার !

(৬)

কণ্ঠে খুঁজিয়া নাহি পাই বাণী,
ভাষাহীন তাই—নীরব থাকি।
সবার ভিড়ের পিছনে গোপনে
চির-দীন নিজে লুকায়ে রাখি।
সবার পূজার অবসানে তাই—
আমার অর্ঘ্য নিবেদিয়া যাই ;
তব সভাতল হ'তে ফিরি গেহে—
কোন মতে নিজে যতনে ঢাকি'!

ভীরু সে পূজার দীন আয়োজনে,
সরম-কুণ্ঠ পূজার ফুলে,
পাছে ফেল দেখি', রহি ত্রাসে তাই,
চাহিবারে নারি নয়ন তুলে।
রিক্ত, নিঃস্ব, অকৃতী-জীবনে
সরায়ে রাখিতে চাহি প্রাণ-পণে ;—
পাছে যদি কভু হাস মনে মনে,
পাছে হেলাভরে ফিরাও আঁখি!

বর্ষায়

আজ্‌কে শুধু রহি' রহি' বাদল বরিষণ !
পাগল-পারা হয়ে ফিরে উতল সমীরণ !
কাজল ঘন সজল মেঘে
থেকে থেকে উঠ্‌ছে জেগে—
চঞ্চলার ঐ নিবিড় চমক অথির করি মন !

সকল কথাই খুলে বলি, কর্‌বো নাকো লাজ,
আজকে আমার ছিল অনেক করণীয় কাজ !
অনেক কিছুই বেচা-কেনা,
হিসেব-নিকেশ, পাওনা-দেনা !
এমন সময় গগন কোণে হ'ল মেঘের সাজ !

রইল কোথায় টাকা কড়ির হিসেবের ঐ খাতা !
কোন্ যে দারুণ ইন্দ্রজালে বিকল হল মাথা !
বিনা দ্বিধায় সেই সে ক্ষণে
স্থির করেছি মনে মনে,—
বাইরে যাওয়া এমন দিনে—কভুই হবে না তা !

পাওনাদারের আজকে এটা বিশেষ উচিত বোঝা,—
আদালতে মোকদ্দমা হতেই পারে—সোজা !
সুহৃদ্-সুজন দয়া করে'
র'ন যেন আজ দূরে সরে',
আমার দেখা আজকে নহে, বৃথাই মোরে খোঁজা।

তোমরা বুঝি ভাব্‌ছো বসে কিইনা যেন কাজে
নির্জ্জনেতে সঙ্গোপনে মগ্ন রবে আজ্ এ !
হয়ত ও বা আপ্‌না ভুলে
দর্শনেরি গ্রন্থ খুলে
ছড়িয়ে নিজে দেবে জটীল তর্কজালের মাঝে !

নিদেন না হয় পড়বে বসে 'মেঘদূতে'রি শ্লোকে,
মনে মনে ঝালিয়ে নেবে যক্ষেরি সে শোকে,
অজানা কোন প্রিয়ার সনে
কর্‌বে বিহার মনে মনে ;
তারি দারুণ বিরহেতে নাম্‌বে বারি চোখে।

নয়কো মোটেই কাজটী আমার বিশেষ রকম নীচু ;
আজ ভেবেছি কাজ আদপেই কর্ব্বো নাকো কিছু ;

বসে বসে জান্‌লা পাশে
ছুটিয়ে দেব মনের রাশে ;
অন্তরে আজ ছুটাবো মোর মেঘের পিছু পিছু।

আজ্‌কে কেহ পাবে নাকো, পাবে না মোর সাড়া,
যতই কেন প্রবল ভাবে করুন্‌ আমায় তাড়া।
আজ্‌কে ধরার ধার না ধারি,
আজ্‌কে আমি বিমান-চারী,
আজ্‌কে আমি মেঘের মত উধাও আপন-হারা !—

তোমরা কেহ জ্বল্‌ছ জানি বিষমতরই রাগে ;—
পরিহাসের নাচন কোন নয়ন কোণে জাগে !
ভাব্‌ছো—"এরি বাঁচা-মরায়
কিই না আসে যায় বা ধরায় ?
কাজের ভবে এ অকেজো কিই না কাজে লাগে ?

জানি সখা জানি এটি, বুঝি বিশেষ মতে,
বিশ্ব পাবে নাকো কিছু কভুই আমা হতে !

কর্ত্তে হবে জানি বেশই—
এ জীবনের শেষাশেষি
জবাবদিহি বিশেষ ভাবে ধাতার আদালতে।

তবু আমি পারি নাকো নিজের সনেই নিজে ;
একটুখানি সজল-বায়ে ঘটেই যেন কি যে।
একটুখানি কৃষ্ণ মেঘে
হৃদয় নাচে উদাম বেগে ;
বাদল-ধারায় পরাণ উঠে কি-ই না রসে ভিজে।

কাব্যে বিপত্তি

খেয়ালে লিখেছি বসে যত ক'টি কবিতা,—
ব্যর্থ হয়েছে নাকি আজ শুনি সবি তা' !
নাই নাকি ভাব-গুণ,—নাই যতি-ছন্দ ;—
কথার প্রলাপ শুধু, নাই প্রাণ-স্পন্দ !

টিট্‌কারি অরি দেয়,—প্রিয়জন ধিক্কার ;—
অন্দরে গিন্নীর শুনি ঘোর চীৎকার,—
"কাণাকড়ি নাই, তবু খাতা কিনে রাশ্‌ রাশ্‌—
মাথা গুঁজে দিন রাত কেন লেখা ছাই পাঁশ ?"

চুরি ক'রে ধরা-পড়া অপরাধী মতো তাই—
দূরে দূরে ঘুরে ফিরি,—কারো পানে নাহি চাই
বাধাহীন ভেসে যাবো—ভেবে তুলে দিনু পাল,
মাঝখানে বান্‌চাল,—একি ঘোর জঞ্জাল !

তবু মন অনুখণ কাঁদে এই শোকে হায়,—
"পড়িলনা এইটুকু কারো কভু চোখে হায়,

ধরা জুড়ে জাগে যেই সঙ্গীত হিল্লোল,—
তার টানে জাগে প্রাণ—জাগে সুর-কল্লোল।

ভুলে যাই আপনারে—নাহি করি দৃক্-পাত ;
আন্‌মনে গান গাই—কোথা যায় দিন রাত ?
ভালো তা' না লাগে যার—দেইনা ত দোষ তার ;—
মোর পরে তবে কেন মিছা এই রোষ-ভার ?

উন্মনা ভাবি বসে—চাহি মহা শূন্যে,
হয়ত বা করি নাই কভু হেন পুণ্যে—
বাগ্দেবী সভাতলে, গুণীজন সঙ্গে—
পাই যাহে একাসন, মাতি এক রঙ্গে !

নাহি কৃপা লক্ষ্মীর,—ঘরে নাই অর্থ,
বাগ্দেবী-অর্চ্চনা—তাও মোর ব্যর্থ ;—
ভিতরেতে খিটিমিটি—প্রিয়া সদা ক্রুদ্ধ ;
বাহিরেতে ঋণে ঋণে ধারি ধরা শুদ্ধ !

কেটে গেছে যত্তপি জীবনের অর্দ্ধ,
জমাহীন আজো তার হিসাবের ফর্দ্দ !

বাকী শুধু আছে করা এইবার সম্বল—
সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে,—লোটা আর কম্বল !

* * *

চেয়ে দেখি বাহিরেতে গুণধর নন্দন—
কবিতার খাতা করি রজ্জুতে বন্ধন—
নর্দ্দমা মাঝে টেনে টেনে করে নৃত্য ;
—পাতাগুলি সব ছেঁড়া, সব কিছু সিক্ত !

নিশ্চল দৃষ্টিতে ভাবি বসে—এইবার
পাপভার গেল মুছে,—বুঝি পেনু নিস্তার !
মনে লয়,—ওরি মাঝে পেল বুঝি পুত্র—
পুন্নামা-নরকের মোর ত্রাণ-সূত্র !

লাভ-ক্ষতি

কেহ বা ভিড়েছে নিকটে বাসিয়া ভালো,
ফিরিল কেহ বা ব্যঙ্গের হাসি হেসে,—
কেহ বা জ্বালিল পরাণে প্রেমের আলো,-
বেদন-বহ্নি কেহ বা হৃদয়-দেশে।

কাহারো মদির নয়ন-তূলিকা-পাতে
শত কল্পনাছবি জাগে অন্তরে ;
কারো বা কঠোর নির্ম্মম সংঘাতে
অবসাদে হিয়া টুটিয়া লুটিয়া পড়ে।

কেহ বা গলায় পরালো বরণ-মালা,—
ধরিল সমুখে মান-অর্চ্চনা-ডালি ;
কেহ কেড়ে নিয়ে সে উপহারের ডালা—
ক্রূর হাস্তেতে ভূমিতলে দিল ঢালি' !

রাগ-বিরাগের ঊর্ম্মি-ভঙ্গ মাঝে,—
প্রেমের হেলার আলোক ছায়ার তলে,—
দিনগুলি মোর সাজিল রম্য সাজে,—
জীবন-তরণী নাচিল কৌতূহলে।

*　　*　　*

সুর-হারা

আঁধার ঘনায়—নামিছে সন্ধ্যা ধীরে ;—
পারাপার ঘাটে অধীর খেয়ার তরী ;—
বিকি-কিনি শেষে, অতীতের পানে ফিরে
লাভ ও অলাভ বসে খতিয়ান করি !

এই যে কেহ বা হৃদি মোর দিল ভরি'
প্রেমের প্রীতির অঝোর-বর্ষা দানে,
দুঃসহ দাহে অন্তর জর্জ্জরি'
এই যে কেহ বা বিঁধিল বেদন-বাণে,—

জীবনের মোর তারা যে আলোক-ছবি !
তাদেরি মাঝারে উঠিল আমার ফুটি'
যা কিছু অর্থ, যত ব্যর্থতা সবি,
পরম যে লাভ চরম যা কিছু ত্রুটী !

—আজ দেখি, যারা ভিড়িল প্রাণের পরে,—
জীবন-খাতায় তারা শুধু আছে জমা !
উজল আখরে লেখা খরচের ঘরে—
—কারা গেল ফিরে, নারিল করিতে ক্ষমা !

চরম সার্থকতা

প্রসূন-বালা, প্রসূন-বালা,
ভুবন রূপে কর্লি আলা!
পরাণে তোর কোন্ পিপাসা,—
কোন্ কামনার বহ্নি-জ্বালা?

কিশলয়ের শয়ন থাকি'—
কোন গরবে মেল্লি আঁখি?
কোন স্বপনের ঘোর নয়নে,
রূপ-পসরা কিসের লাগি?

গন্ধে বিভোল, পাগল-পারা
এই যে অলি আপন-হারা—
বরিষে তোর শ্রবণ-পুটে
প্রাণের গোপন কথার ধারা;

এই যে মলয় গতির রাশে
চকিত্ থামায়,—দাঁড়ায় পাশে,

থমক্ ভরে স্তব্ধ রহে,—
মূর্চ্ছি পড়ে মদির-বাসে ;

সুধাই তোরে,—ওর মাঝারে-
পাস্ খুঁজে তুই আপনারে ?
তাই পুলকের কাঁপন জাগে ?
পড়িস্ নুয়ে সরম-ভারে ?

*　　　*　　　*

প্রোষিত কোন প্রিয়ের তরে—
সকল প্রাণের আবেগ-ভরে
ওই যে বালা গাঁথ্‌ল মালা
সারা সকাল সন্ধ্যা ধরে' ;

কোন্ নিরাশা-আশার দোলে-
বক্ষে তাহার কাঁপন তোলে ?
কাহার তরে চকিত্ চাহে,—
রুদ্ধ দুয়ার চম্‌কি খোলে ?

হরিণ দু'টি নয়ন-তারা
কোন্ স্বপনে আপন-হারা ?

মধুর স্মৃতি কোন কপোলে
জাগায় লাজের অরুণ-ধারা

তাহার সাধন যতেক যবে
পূর্ণ হবে—ধন্য হবে,
বন্ধু-জনার মিল্‌বে দেখা,—
মাল্যখানি গলায় লবে ;

সেই মিলনের প্রথম রাতে,
প্রেমের নিবিড় মূর্চ্ছনাতে,
বক্ষে-পেষা মালার ফুলের
শেষ বিদায়ের নয়ন-পাতে,—

নিশীথ-জাগা অলস ভোরে
জীর্ণ শিথিল ছিন্ন ডোরে,—
তোর জীবনের অর্থ মেলে ?
পূর্ণ করে তারাই তোরে ?

*　　*　　*

আচম্‌কিতে প্রদোষ-খণে
হঠাৎ-জাগা সমীরণে—

শিথিল কায়ে ঝর্‌বি যবে—
ধূসরতার সঙ্গোপনে ;

জাগ্‌বে বুঝি ধরার বুকে
কাঁপন বারেক নিবিড় দুঃখে,
মৌন ব্যথায় রইবে চেয়ে
সান্ধ্য-রবি তোর ঐ মুখে ;

ব্যর্থ অলি অধীর চিতে
খুঁজ্‌বে ফিরে চতুর্ভিতে ;
ঝর্‌বে আঁখি শিশির-কণায়
সাঁঝ-গগনের ধরণীতে ;

শেষ বিদায়ের সেই সে ব্যথা-
সেই সে গভীর আকুলতা,
তার মাঝারে পাস্‌ কি খুঁজে
তোর জীবনের চরম-কথা ?

* * *

আয়ু-কালের আধেকখানে
ফেলে এলাম পিছন-পানে ;

চরম সার্থকতা

হঠাৎ কবে শেষ বিদায়ের
জাগ্‌বে পালা কেই বা জানে ?

অতীত পানে ফিরে দেখি—
কতই স্মৃতির লেখা-লেখি ;
কে জানে তার কোন্‌টুকু বা—
সত্য হবে, কিম্বা মেকী।

দিনের কোলে দলের মত
উঠ্‌ল ফুটে জীবন কত ;
থর থর কাঁপ্‌লো হিয়া
পুলক ভরে অবিরত !

মদির—মধুর চাঁদ্‌নী রাতে—
মিল্‌লো হিয়া হিয়ার সাথে ;
সুরার ঘোরের সমান তনু
বিবশ কত নয়ন-পাতে !

আবেশ রঙ্গীন শিহরণে
দুল্‌লো হৃদি ক্ষণে ক্ষণে ;

সুর-হারা

মাত্‌লো পরাণ, টুট্‌লো বাঁধন
জাগ্‌লো গীতি অকারণে !

কত দিনের কান্না-হাসি,
কতই সুরের কতই বাঁশী,
জমাট-হৃদির অতল তলে,—
—কতই আবেগ সর্ব্বগ্রাসী !

চিরন্তন এ চলার বাটে,
এই যে বিকি-কিনির হাটে,
কত জনার মিল্‌লো দেখা,
ভিড়্‌লো তরী কতই ঘাটে !

বিদায়-বেলায় নয়ন-নীরে—
অসীম ব্যথায় হৃদয় চিরে—
কত জনায় এলেম ফেলে—
সুদূর স্মৃতির অতীত তীরে !

কেউ বা এলো ভালবেসে,
ফিরলো কেহ ব্যঙ্গ হেসে ;

চরম সার্থকতা

রাগ-বিরাগের ইন্দ্র-জালে—
সাজ্‌লো জীবন রঙ্গীন বেশে !

আজ ভেঙ্গেছে ভিড়ের মেলা ;—
ঘুচিয়ে এনু সকল খেলা ;—
জীবন-নদীর তীরে শুধু—
আজ আমি—মোর জীর্ণ ভেলা !

সন্ধ্যা নামে, ডুব্‌লো রবি ;—
উদাস করুণ ধরার সবি ;
ও'পার পানে তাকিয়ে দেখি—
অনিশ্চিতের ঝাপ্‌সা ছবি !

কোন্ সুদূরে—কি দেশ পানে
জম্‌বে পাড়ি—কেউ না জানে !
হয়ত কভু মিল্‌বে না কূল,
ডুব্‌বে ভেলা মধ্যখানে !

আজ ভাবি—যে এই কতো না—
রং বেরঙ্গের কতই জনা—

সুর-হারা

জীবন ভ'রে কর্ল কেবল—
মনের দ্বারে আনাগোনা ;

কান্নাহাসি, দুঃখ সুখে,
তুল্‌লো তুফান কতই বুকে ;—
আজ্‌তো সবি শান্ত ছবি ;—
সব কলরোল গেছে চুকে ।

আজ্‌কে তবে তাদের ছাড়া
এই যে আমার জীবন-ধারা—
ব্যর্থ সে কি ?—আজ হ'ল সে
ঊষর মরুর বক্ষে হারা ?

আজ মনে লয় জীবন ভ'রে
যাদের পেনু প্রাণের পরে,—
আসা-যাওয়ার মাঝে তারাই
আমায় গেছে পূর্ণ করে ।

জীবন আমার ফল্‌বে বলে,
ফুট্‌বে বলে শতেক দলে—

চরম সার্থকতা

গরব ভরে হৃদ্‌-শতদল,
সবার আসা জগৎ-তলে !

তাদের মাঝে নই ত হারা ;—
আমার মাঝে মিল্‌লো তারা,
আমার মাঝে মিশ্‌লো এসে—
তাদের যতেক প্রাণের ধারা !

এই যে ফোটা, এই যে ফলা,—
এই গরবের উজল জ্বলা—
সকল রসের ইন্ধনেতে,
এই ত জীবন,—এই ত চলা !

সার্থকতা এরেই মানি,
এই ত পরম-তত্ত্ববাণী,—
সকল রসে রসিক ধরার
কেন্দ্র আমার জীবনখানি !

রূপে, রসে, প্রেমে, গানে,
আপনাকে সে আপনি জানে !

প্রাণের ডালি ফুলের মত—
মেলে ধরে অসীম-পানে !

কেই বা আসে যায় বা কে যে,-
ধার ধারে না তার ত সে যে !
—সার শুধু এই,—সব পরশে—
জীবন-বীণা উঠ্‌লো বেজে !

* * *

প্রসূনবালা, প্রসূনবালা,—
এই যে ভুবন কর্লি আলা,
প্রাণের বেগে উঠ্‌লি ফুটে,—
—এই শুধু তোর জয়ের মালা।

গানের শেষে

হের সন্ধ্যা নামে
ধীরে শান্ত ছবি ;
ওই অস্তাচলে
ডোবে ক্লান্ত রবি ;
এবে গানের পালা
কর ক্ষান্ত, কবি !

নিজে পাশরি' গিয়া
শুধু খেয়াল-ঘোরে
গেছ যে গান গাহি'
সারা দিবস ধরে',
সে যে কাহার লাগি ?
বল কিসের তরে ?

জাগে নিয়ত প্রাণে
যেই স্বপন-ছবি,

সুর-হারা

যারি চিত্র-রাগে
ভাতে মোহন সবি,
তারে পেরেছ গানে
কভু ফুটাতে, কবি ?

তারি রসেতে রসি'
জাগি' উঠিল কিনা
কোন সুপ্ত-বাণী
ভাষা— মূর্ত্তি-হীনা ?
ওঠে ঝঙ্কারিয়া
তাই মনেরি বীণা ?

তারি রঙ্গের আভা,
সে কি ভাষাতে ফুটে ?
তারি আশরী বাণী
সুরে জাগিয়া উঠে ?
তারি ভঙ্গী-গতি
নাচে ছন্দ-পুটে ?

* * *

মৃদু নীরব পাতে
কার সুনীল আঁখি
কোন যুগে যে তোমা—
গেছে বারেক ডাকি !—
বুঝি এ আসা-যাওয়া
শুধু তাহারি লাগি' !

তারি না-দেখা ছবি,
তারি না-শোনা বাণী,
রাখে জাগায়ে হৃদে
ঘন আঘাত হানি' !
তাই এ' নিতি-চলা
নাহি বিরাম মানি !

ও' কি মর্ম্মরিল
ঝরা পাতার কোলে ?
তারি চরণ-ধ্বনি ?
শুনি নূপুর রোলে ?
তারি নিচোল লুটে
দূর দিগঞ্চলে ?

স্থর-হারা

ভরা ধানের ক্ষেতে
তারি লাস্থ জাগে ?
বুঝি স্থরভি বায়ে
তারি পরশ লাগে !
তারি কান্তি জ্বলে
ম্লান জ্যোৎস্না-রাগে !

হায়, শ্রান্তি কোথা ?
কোথা শান্তি প্রাণে ?
তারি অধীর বাণী
পথে বাহিরি' আনে।
তারি অবুঝ আঁখি
বনে বিতানে টানে।

সেই স্থপ্তি-হারা
সেই তৃপ্তি-হারা
যত নিমেষ-রাজি,—
কভু দিল কি তারা
তব গানের স্থরে
নিজ প্রাণের সাড়া ?

কভু জাগিল, কবি,
তব সুরের কোলে,—
সেই ব্যথার দোলা
কি যে হৃদয়ে দোলে ?
কি যে নিরাশা-আশা
বুকে তুফান তোলে ?

* * *

শুধু নিমেষ তরে,
শুধু কৌতূহলে,
যারা ভিড়িল পাশে
সবে গিয়েছে চলে’।
হের কেহ ত নাহি
তব আসর-তলে !

তারা বুঝিল কেহ
কি যে প্রাণের বেগে,
কি যে আবেশ-মাখা
সুর- সোহাগ লেগে,
নিতি কণ্ঠে তব
গীতি উঠিল জেগে ?

সুর-হারা

কি যে মোহের ঘোরে
কি যে স্মৃতিরি ধ্যানে
চোখে স্বপন লাগে,
জাগে আবেশ প্রাণে !
আসে নিমেষে দিশা
টুটি অনবধানে !

হ'লে অথবা, কবি,
হায় সে' সুর-হারা,
যারি মদির ঘোরে
হিয়া পাগল-পারা,—
যারি নিবিড় রসে
ঝরে গানের ধারা ?

বুঝি এ রচা কথা
কথারি ছাঁদে !
সে ত দিবে না ধরা
বুঝি ভাষারি বাঁধে !
ব্যর্থ-আশা
বুকে গুমরি' কাঁদে !

*   *   *

তবে চলগো, কবি,
চল আসর তুলে ;
ওই সাঁঝের ছায়া–
নামে তটিনী-কূলে ;
নীরে খেয়ার তরী
ওঠে দোহুল হুলে ।

—শেষ—